

অধিবেশন ২

চিন্তা, বিবেক, ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

উপস্থাপনা স্ক্রিপ্ট

উপস্থাপনা স্ক্রিপ্ট

চিন্তা, বিবেক, ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

অধিবেশন ২-এর এই বিদ্যুৎস্রোতি শব্দভাণ্ডারটি সংস্করণ ২০-২১ দ্বারা পরিমার্জিত করা হয়েছে।

সময়সময় এই উপস্থাপনাটি 'খনি' অথবা 'সময়ের সন্ধ্যা' পত্রিকাতে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হবে। পত্রিকাটি মাসে না হলেও আলাদাভাবে বিক্রয়পত্রীতে উপস্থাপনা করতে হবে। এই সত্যের নিয়মনিষ্ঠার ৫৬ পৃষ্ঠায় এবং অন্যান্য স্থানে উপস্থাপনাসমূহে পরিষ্টি শর্তাদি আছে।

তুলনা



ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা কী বা কাকে দুর্বলতা দেয়?

আপনার মনে হলে পারে যৌক্তিক উত্তর হল ধর্ম এবং বিশ্বাসকে কিশোরী পরিত্যক্ত করে, ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা স্বাধীনতা বা অস্বাভাবিক বিশ্বাসের সুযোগ দেয় না। এটি বিশ্বাস বা বিশ্বাসের প্রকাশকে দুর্বলতা দেয় না। অর্থাৎ, পূর্ণাঙ্গীত মানবিকতার মতো এটি মানুষকে দুর্বলতা দেয়।

এই অধিকারে পুরোপুরি নাম 'চিন্তা, বিবেক, ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা' বা পূর্ণাঙ্গীত মতের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হবে তা সে সেই মতো না হলে, যে ধর্মের বিশ্বাসী বা অনুসারী হলে না হলে।



ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা এই ধারণাটি তুলে ধরতে হবে যে সমস্ত মানুষেরই বিবেককে সক্রিয় রাখা উচিত।

• কেন্দ্রীয় ভাষা এবং সমস্ত সৌন্দর্য চিন্তা করা এবং বিবেককে সক্রিয়

• অধিকার বিশ্বাস, চিন্তা এবং পড়ার সময়দেয় কোন চাপের অধিকার দেওয়া

• এবং কোন ধর্ম বা চিন্তা নিয়ে পক্ষপাত করতে পারা, নিজ বিশ্বাস সম্পর্কে অন্য পরিচয় করা এবং বিবেককে বিচ্যুত করার হুমকি দেওয়া।

চিন্তা করা, বিশ্বাস করা, বিশ্বাসের প্রকাশ, চিন্তা করা, পক্ষপাত করা, অন্য পরিচয় করা, পরামর্শদাতা করা।

অন্যদের কী কী অধিকার আছে?



চুক্তিপত্রের কী কথা আছে বা কী মতো সারা মাস:

শাসনিক ও প্রত্যাশিত অধিকার বিবেক আনুষ্ঠানিক চুক্তি - আইনিগণিত-এর ১৩ অনুচ্ছেদটি সবার জন্য বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা সুনির্দিষ্ট করেছে। এটি একটি অস্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক চুক্তি এবং ১৭টি দেশ এই আনুষ্ঠানিক আইনগণিত অনুসরণ করে বিবেক অধিকারকে প্রচার করেছে। আপনার দেশ আইনিগণিত-এর অনুচ্ছেদটি দিয়েছে কিংবা আশপাশের দেশের মতো।



১৩ অনুচ্ছেদের পক্ষে বাস্তবায়িত কথা আছে:

"সংস্কৃতিকর্মী ধর্ম, বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতা রয়েছে।"



পর্যবেক্ষণের মতো বর্ণনাটি চিন্তা করার অধিকার আছে, উদাহরণ হিসেবে ধর্ম বা বিশ্বাসের প্রকাশ করা, যে ধর্মের ধর্মের সহজতর প্রবেশের বা অন্য ধর্মের বাসিন্দাদের তেওঁর উচিত।

উপস্থাপনা স্ক্রিপ্ট

চিত্তা, বিবেক, ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

অধিবেশন ২-এর এই স্ক্রিপ্টটি পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড ২৫-৪৬ দ্বারা চিত্রিত করা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য: এই উপস্থাপনাটি ‘বাঁশি আর ঢোলের সংগীত’ গল্পটির সাথে সম্পর্কিত। দলটিকে যদি গল্পটি বলতে না চান তবে আপনাকে স্ক্রিপ্টটি সম্পাদনা করতে হবে। এই সহায়ক নির্দেশিকার ৫৫ পৃষ্ঠায় এবং আনুষঙ্গিক উপকরণসমূহে গল্পটি পাওয়া যাবে।

ভূমিকা



ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা কী বা কাকে সুরক্ষা দেয়?

আপনার মনে হতে পারে যৌক্তিক উত্তর হল ধর্ম এবং বিশ্বাসকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা ধর্মীয় বা অন্যান্য বিশ্বাসকে সুরক্ষা দেয় না। এটি ঈশ্বর বা পবিত্রতার ধারণাকেও সুরক্ষা দেয় না। অন্য প্রতিটি মানবাধিকারের মতো এটি মানুষকে সুরক্ষা দেয়।

এই অধিকারের পূর্ণাঙ্গ নাম ‘চিত্তা, বিবেক, ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা’ যা প্রতিটি মানুষের অধিকার রক্ষা করে তা সে যেই হোন না কেন, যে ধর্মেই বিশ্বাসী বা অনুসারী হোন না কেন।

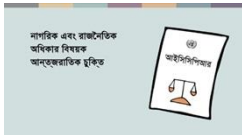


ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা এই ধারণার উপর ভিত্তি করে যে সমস্ত মানুষেরই নিম্নোক্ত মৌলিক চাহিদাসমূহ রয়েছে:

- কোনটি ভাল এবং সত্য সে বিষয়ে চিন্তা করা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া
- অভিন্ন বিশ্বাস, চর্চা এবং পরিচয় সম্পন্ন কোন গোষ্ঠীর অংশভুক্ত হওয়া
- এবং কোন ধারণা বা চর্চা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারা, নিজ বিশ্বাস সম্পর্কে মন পরিবর্তন করা এবং বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ হয় এমন কিছু করতে অসম্মতি জানানো।

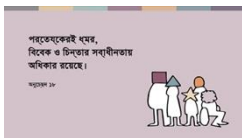
চিত্তা করা, বিশ্বাস করা, অংশভুক্ত হওয়া, চর্চা করা, প্রশ্ন করা, মন পরিবর্তন করা, প্রত্যাখ্যান করা।

আমাদের কী কী অধিকার আছে



চুক্তিগুলিতে কী লেখা আছে তা দেখে নেওয়া যাক:

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি - আইসিসিপিআর-এর ১৮ অনুচ্ছেদটির দ্বারা ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা সুরক্ষিত হয়েছে। এটি একটি আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক চুক্তি এবং ১৭৩টি দেশ এই আন্তর্জাতিক আইনগুলি অনুসরণ করার বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে। আপনার দেশ আইসিসিপিআর-কে অনুসমর্থন দিয়েছে কিনা তা অংশগ্রহণকারীদের বলুন।



১৮ অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যটিতে লেখা আছে:

“প্রত্যেকেরই ধর্ম, বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতা রয়েছে।”



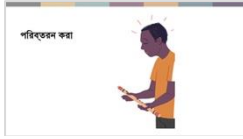
প্রত্যেকেরই নিজের ব্যাপারে চিন্তা করার অধিকার আছে, উদাহরণ হিসেবে বলা যায় গল্পের জিয়ানার কথা, যে মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও ভেবেছিল যে তাকে গলায় বাঁশি ঝুলাতে দেওয়া উচিত।



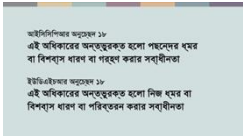
বিবেক অনুযায়ী চলার অধিকার আমাদের আছে - যেমন ব্রোন তার বাবার দলে যোগদানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কারণ তার বাবা যে পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছিল সেটা তার কাছে ভুল বলে মনে হয়েছিল।



ধর্মীয় বা অ-ধর্মীয় বিশ্বাস ধারণ করার এবং ধর্মীয় বা বিশ্বাস ভিত্তিক পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার অধিকার আমাদের আছে - আমরা কিছু বিশ্বাস করতেই পারি এবং কোনকিছুর সাথে যুক্ত বা অংশভুক্ত হতেই পারি। বাঁশিবাদক ও ঢোলবাদক গ্রামবাসীদের মতো আমাদের মধ্যেও অনেকেরই মনে কিছু ব্যাপারে আন্তরিক বিশ্বাস রয়েছে। আমাদের বিশ্বাস এবং সমাজের অন্যান্য মানুষ যারা একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী তারা আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান।



কিন্তু আমরা যে সমাজেই বাস করি না কেন বা আমাদের বিশ্বাস যতটাই সত্য বা সঠিক হোক না কেন, এমন কিছু মানুষ আছে যারা কোন না কোন কারণে তাদের বিশ্বাস বা সমাজের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলে - যেমন ব্রোন তার বাঁশি খুলে রেখে সমাজ ছেড়ে চলে যায়।



আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে নিজ ধর্ম বা বিশ্বাসে বহাল থাকার অধিকারের পাশাপাশি নিজ ধর্ম বা বিশ্বাস ত্যাগ কিংবা পরিবর্তন করার অধিকারটিও সুরক্ষিত করা হয়েছে।



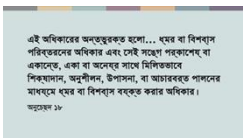
চিন্তা করা, বিশ্বাস করা, প্রশ্ন করা, এবং বিশ্বাস পরিবর্তন করার এই অধিকারগুলিকে প্রায়ই আত্মগত স্বাধীনতা বলা হয়। আমাদের মনে এবং আত্মায় যা ঘটে, যা আমাদের আত্ম-পরিচয় এবং চেতনার উৎস, যেমন আমরা কে বা কারা - এইসব বিষয়ের সাথে এই অধিকারগুলি সম্পর্কিত।

এই কারণে, এগুলো নির্বিকল্প অধিকার। আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে কোনো ব্যক্তি বা সরকারের এই অধিকারগুলিকে কখনই বাধাগ্রস্ত/সীমিত করার অনুমতি নেই।

তবে, আমাদের মন ও আত্মায় ঘটিত অনুভব বা উপলব্ধির মধ্যেই কিন্তু ধর্ম এবং বিশ্বাস সীমাবদ্ধ নয় বরং এর ব্যাপ্তি অনেক বেশি - আমরা যা করি এবং কথা ও কাজে কীভাবে আমাদের বিশ্বাসকে ব্যক্ত করি সেগুলি নিয়েই ধর্ম এবং বিশ্বাস।



আমাদের গল্পে, গ্রামবাসীদের জীবন বিভিন্ন আচরিত চর্চায় পূর্ণ ছিল - যেমন, গলায় বাঁশি ঝুলিয়ে রাখা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনে ঢোলের বাদ্য বাজানো ইত্যাদি। এসবের মধ্যে দিয়ে তাদের বিশ্বাস এবং অংশভুক্ততা ব্যক্ত হতো। ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা এই অধিকারগুলোকে সুরক্ষা দেয়। আসুন চুক্তিটি আবার দেখি:



অনুচ্ছেদ ১৮-এ

“উল্লেখিত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হলো ধর্ম বা বিশ্বাস পরিবর্তনের অধিকার এবং সেই সঙ্গে প্রকাশ্যে বা একান্তে, একা বা অন্যের সাথে মিলিতভাবে শিক্ষাদান, অনুশীলন, উপাসনা, বা আচারব্রত পালনের মাধ্যমে ধর্ম বা বিশ্বাস ব্যক্ত করার অধিকার।”

একান্তে প্রার্থনা করার অধিকার যেমন আমাদের রয়েছে তেমনি অভিন্ন সম্মিলিত উপাসনা এবং ঐতিহ্য সম্বলিত সমাজের অংশ হিসেবে নিজ ধর্ম বা বিশ্বাসকে অন্যদের সাথে মিলিতভাবে ব্যক্ত করার অধিকারও আমাদের আছে। কিন্তু সেটা সমাজের সদস্যদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার নয়, এই অধিকার রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত। রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে যে ধর্মীয় ও বিশ্বাসভিত্তিক সমাজগুলি চাইলে একটি আইনি পরিচয় দাবী করতে পারে, যে পরিচয়কে কাজে লাগিয়ে তারা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে, কর্মকর্তা/কর্মী নিয়োগ করতে পারবে এবং নিজস্ব ভবনও তৈরি করতে পারবে।

ব্যক্তি বা গোত্রের জন্য ধর্ম বা বিশ্বাস চর্চা করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে। জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা সুরক্ষিত কার্যকলাপগুলির প্রচুর উদাহরণ প্রদান করেছেন। যেমন, আমাদের অধিকার আছে:



- উপাসনার জন্য একত্রিত হওয়া, উৎসব পালন এবং অবকাশ উদযাপন করা।
 - ধর্মীয় পোশাক পরা এবং বিশেষ খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করা।
 - ভিন্ন উপাসনালয়, কবরস্থান থাকা এবং ধর্মীয় চিহ্ন প্রদর্শন করা।
 - সমাজে কোন ভূমিকা পালন করা, যেমন দাতব্য সংস্থা গঠন করা এবং
 - ধর্ম বা বিশ্বাস সম্পর্কে কথা বলা এবং নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ দেয়া বা নেতৃত্বানীয় পদে নিয়োগ করা।
- আপনি হয়তো এখন ভাবছেন, “বেশ তো - আমি আমার সমাজের জন্য এই ধরনের অধিকারগুলোই চাই!” অথবা আপনি হয়তো কোনো কিছু নিয়ে চিন্তিত হয়ে পরেছেন!

সেচ্ছাসেবকতা এবং সমতা - অন্যদের ক্ষতি করবেন না!



যেসব ব্যক্তি বা গোত্র তাদের ধর্ম বা বিশ্বাসকে অন্যের প্রতি ঘৃণা বা সহিংসতার জন্ম দিতে ব্যবহার করে, যারা অন্যদের প্রতি বৈষম্য করে বা যারা নিজ গোত্রের মধ্যে অন্যদের দমন ও নিয়ন্ত্রণ করে তাদের সম্পর্কে কী বলা যায়?

ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা মানে কি এই যে তারা এরকম কিছু করার ক্ষেত্রে স্বাধীন তা তাদের কৃতকর্ম অন্য মানুষের উপর যেমন প্রভাবই ফেলুক না কেন?

না - তাদের এমনটি করার স্বাধীনতা নেই!



মানবাধিকার চুক্তিগুলিতে কেবল আমাদের অধিকারগুলির কথাই বলা হয়নি বরং আমাদের অধিকারের সীমা কতোটুকু সেটাও বলা হয়েছে। অন্যভাবে বললে এই কথাটার মানে দাঁড়ায় - অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্বগুলো কী বা কেমন।

দায়িত্ব যাই হোক না কেন সেগুলোর মূল লক্ষ্য হলো কেউ তাদের অধিকার এবং স্বাধীনতাকে এমনভাবে ব্যবহার করবে না যে তাতে অন্য মানুষের ক্ষতি হয়। মানবাধিকার চুক্তি অনুযায়ী এটি প্রতিটি মানুষের নৈতিক দায়িত্ব এবং সরকারের আইনগত দায়িত্ব হলো প্রত্যেকের অধিকারকে সম্মান করা এবং ক্ষয়ক্ষতি থেকে সুরক্ষা দেয়া আসুন দেখা যাক যে কীভাবে ক্ষয়ক্ষতি থেকে সুরক্ষা দেয়া যেতে পারে।



প্রথমত: জবরদস্তি করা নিষিদ্ধ।

ধর্ম বা বিশ্বাসের বিষয়গুলোতে জবরদস্তি অনুমোদিত নয়। কোনকিছুতে বিশ্বাস করা এবং অংশভুক্ত থাকা নিজের ইচ্ছার বিষয়। কর্তৃপক্ষ, বিশ্বাসভিত্তিক সমাজ এবং পরিবার হুমকি বা ভীতি প্রদর্শন কিংবা সহিংসতার আশ্রয় নিয়ে কাউকে কোন কিছু বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করতে, চর্চা করতে বা না করতে, ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হতে বা না হতে বাধ্য করতে পারবে না।



দ্বিতীয়ত: বৈষম্য করা নিষিদ্ধ।

চুক্তিটির ২য় অনুচ্ছেদ সব ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ করে - তা ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ, ভাষা বা অন্য যে বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই হোক না কেন। যেসব রাষ্ট্র মানবাধিকার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে তারা সবার সাথে সমান আচরণ করতে এবং সমাজে বৈষম্যের অবসান ঘটাতে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে সম্মত হয়েছে - যেমন আমাদের গল্পে বাজার পরিষদ যেটা করেছে।



তৃতীয়ত: অধিকার লঙ্ঘন করা যাবে না!

অনুচ্ছেদ ৫ অনুযায়ী কোনো সরকার, গোত্র, বা ব্যক্তি কোন একটি মানবাধিকারকে এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে না যে সেই মানবাধিকারটি তাকে অন্য মানবাধিকার লঙ্ঘন করার অধিকার দেয়।

এবং অনুচ্ছেদ ২০ বৈষম্য, বৈরিতা ও সহিংসতার প্ররোচনার মাধ্যমে ধর্মীয় বিদ্বেষ উৎসে দেয়া বা সমর্থন করা নিষিদ্ধ করে।

এই বিষয়টি তর্কের উর্ধ্বে যে ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা কোন সরকার বা ব্যক্তিকে অন্য মানুষের অধিকার পদদলিত করার অধিকার দেয় না তা সেই সরকার বা ব্যক্তির ধর্মের প্রতি যে দায়বদ্ধতাই থাকুক না কেন। ব্রোনের বাবার কাছে টোলবাদকদেরকে হয়রানি করাটা সঠিক কাজ মনে হলেও এমনটা করার কোনো অধিকার তার ছিল না।

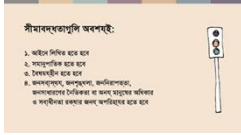
সহিংসতাকে উৎসে দেওয়া বা ন্যায্যতা দেয়ার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে বা মানুষের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে এমন ধর্মীয় চর্চার প্রচুর উদাহরণ আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে। আবার আপনি হয়তো এটাও জানেন যে ধর্ম বা বিশ্বাস শান্তিপূর্ণভাবে পালন করার ক্ষেত্রেও অন্যায়ভাবে বাধা দেয়া হয়।

ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা



তাহলে, এ সংক্রান্ত বিধানগুলো কী কী? কখন একটি সরকার ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা সীমিত করতে পারবে? চলুন বিধানগুলো একনজরে দেখে নেওয়া যাক।

প্রথমত, চিন্তা এবং বিশ্বাস করার অধিকার (আত্মগত স্বাধীনতা) কখনই সীমিত হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, ধর্ম বা বিশ্বাসের চর্চা সীমিত করা যেতে পারে – কেবল যদি নিম্নোক্ত চারটি শর্ত মানা হয় তবেই।



1. সীমাবদ্ধতাসমূহ বর্ণনা করে একটি আইন থাকতে হবে। অন্যভাবে বললে, পুলিশ যা খুশি তাই যেন করতে না পারে।
2. যে সমস্যা সমাধানের জন্য সীমাবদ্ধতাটি আরোপ করা, সেই সমস্যার সাথে এর সামঞ্জস্য থাকতে হবে। যেমন, কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় যদি স্পিকার খুব জোরে বাজায় তাহলে তাদেরকে স্পিকারের শব্দ কমাতে হবে, অন্যথায় জরিমানা আদায় করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে তাদেরকে এক জায়গায় মিলিত হতে সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না।
3. সমস্ত সীমাবদ্ধতাগুলি বৈষম্যহীন হতে হবে - এগুলি সবার জন্য প্রযোজ্য হতে হবে।
4. নিম্নোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে কোনো একটিকে রক্ষার জন্য সীমাবদ্ধতাটি অপরিহার্য হতে হবে: জননিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য, জনস্বাধীনতা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা অন্যান্য মানুষের অধিকার এবং স্বাধীনতা।

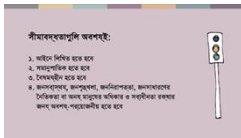
এখানে অপরিহার্য শব্দটি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। সরকার বা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় এই লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য সীমাবদ্ধতাটিকে কাম্য মনে করলেও তা সীমাবদ্ধতা আরোপের জন্য যথেষ্ট কারণ নয়। সীমাবদ্ধতাটিকে অপরিহার্য হতে হবে। অন্য কথায়, (ধর্মীয়) চর্চা দ্বারা সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য অধিকারের উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা ছাড়া যদি অন্য কোন উপায় না থাকে, কেবল তখনই সীমাবদ্ধতা আরোপ করা যাবে, অন্যথায় নয়। অর্থাৎ অধিকার সীমিত করা হল একটি অন্তিম উপায়। তবে কখনও কখনও এই উপায়টি অবলম্বন করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে।



যেমন, একটি উপাসনালয়ে অনেক বেশি মানুষ একসাথে গেলে সেটা সবার জন্যই বিপজ্জনক হতে পারে। তাই, জননিরাপত্তার স্বার্থে কর্তৃপক্ষকে উপাসনালয়ে মানুষের সংখ্যা সীমিত করতে হতে পারে।

করোনা ভাইরাস মহামারীর সময় উপাসনার জন্য জমায়েতের উপর জনস্বাস্থ্যমূলক নিষেধাজ্ঞা অনেক দেখা গেছে - কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞাগুলি অপরিহার্য, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বৈষম্যহীনও ছিল বটে তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এগুলো ছিল অত্যন্ত বৈষম্যমূলক এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

নারীদের বিশেষ অঙ্গ কর্তনের (ফিমেল জেনিটাল মুটিলাটিও) উপর নিষেধাজ্ঞা এমন একটি সীমাবদ্ধতার উদাহরণ যা নারীদের অধিকার এবং স্বাধীনতা রক্ষা করে। এই প্রথাটিকে সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় রীতি যা হিসেবেই দেখা হোক না কেন, এটা নারীদের স্বাস্থ্যকে বিপন্ন করে এবং ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার নামে কখনই এই রীতি বা চর্চাকে ন্যায়সঙ্গত বলে দাবী করা সম্ভব নয়।



এই শর্তগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই শর্তগুলো না থাকলে, সরকার তার অপছন্দের যে কোনও সম্প্রদায় বা তাদের আচরণের উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করতে পারবে। সীমাবদ্ধতা একটি অন্তিম উপায়, রাষ্ট্রের জন্য এটা কোনো নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার নয়। এর পরের অধিবেশনগুলিতে, আমরা বিশৃঙ্খলে ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার বিভিন্ন ধরনের লঙ্ঘনের বিষয়ে আরও গভীরভাবে জানবো।